মূল শব্দাবলী
আত্মত্যাগ
আত্মকেন্দ্রিক/ স্বার্থচিন্তা
অগ্রাধিকার

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

29 May 2026 / 12 Zulhijjah 1447H

স্বার্থপরতা পরিহার করে ঐক্য সুদৃঢ় করা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী সকল মুমিনবৃন্দ,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে যথার্থ তাকওয়ার সঙ্গে ভয় করুন। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলুন এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকল ইবাদত ও আনুগত্য কবুল করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

প্রিয় ঈমানদার ভাইয়েরা,

এই বরকতময় ঈদুল আজহার মৌসুমে বহু মুসলমান কোরবানি আদায় করেন। পশু জবাই করার বাহ্যিক আমলের পেছনে রয়েছে ত্যাগের এক গভীর চেতনা—নিজের আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অন্যের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা। এটিই আজকের খুতবার মূল বার্তা।

প্রিয় ঈমানদার ভাই ও বোনেরা,

আসুন আমরা নবী ইবরাহিম (আঃ) ও নবী ইসমাইল (আঃ)-এর ঘটনাটি নিয়ে চিন্তা করি, যেখানে আমরা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ত্যাগ ও আনুগত্যের এক মহান দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। নবী ইবরাহিম (আ:) দীর্ঘদিন সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন, এবং বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তাঁর সেই দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে এক প্রিয় পুত্র দান করেন—নবী ইসমাইল (আ:) কিন্তু ইসমাইল (আঃ) যখন এমন বয়সে পৌঁছালেন যে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে কাজে সহযোগিতা করতে পারেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এক কঠিন নির্দেশ এল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আস-সাফফাতের ১০২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ
ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

অর্থঃ "অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইব্রাহিম বলল, 'হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কী?' সে বলল, 'হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।"

প্রিয় ভাইয়েরা,
যদি নবী ইবরাহিম (আঃ) ও নবী ইসমাইল (আঃ) উভয়েই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতেন, তাহলে হয়তো তারা এই নির্দেশ পালন করতে আগ্রহী হতেন না।

নবী ইবরাহিম (আঃ) হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন, কারণ বহু প্রতীক্ষার পর পাওয়া প্রিয় সন্তানকে কোরবানি করার চিন্তা তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। একইভাবে নবী ইসমাইল (আ:)-ও আপত্তি করতে পারতেন, কারণ তিনি ছিলেন তরুণ এবং তাঁর সামনে ছিল দীর্ঘ ভবিষ্যৎ।

মূলত, এই আয়াত শুধু আল্লাহ সুবহানাহূর নির্দেশের প্রতি তাঁদের গভীর ঈমান ও আনুগত্যকেই তুলে ধরে না; বরং এটি এও প্রমাণ করে যে, কল্যাণ অর্জন এবং পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এটাই হলো ঈদুল আজহার প্রকৃত চেতনা, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধারণ করা উচিত। আজকের পৃথিবী ক্রমেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কেউ কেউ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন যে, অন্যের কষ্ট ও সংগ্রামের প্রতি আর মনোযোগী থাকেন না। হয়তো আমরাও এখন বেশি করে প্রশ্ন করি, "আমি কী লাভ করব?"—কিন্তু খুব কমই প্রশ্ন করি, "অন্যরা আমার কাছ থেকে কী প্রয়োজন বোধ করে?"

তবুও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসই ভালোবাসে, যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।"

সূরা আল-হাশরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আনসারদের উদারতা এবং নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতার প্রশংসা করেছেন।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

ত্যাগের এই চেতনাকে জীবন্ত রাখার জন্য আজকের খুতবায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে:

<u>প্রথমত: অভাবগ্রস্ত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শেখা</u>

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মূল কারণ হলো লোভ ও স্বার্থপরতা। এমন মানুষ আছে

যারা লাভের জন্য অন্যদের ওপর অত্যাচার করতেও প্রস্তুত। আবার এমনও আছে যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দান ও ভাগাভাগি করতে চায় না। এছাড়াও এমন মানুষ রয়েছে যারা অন্যদের কষ্ট ও দুর্ভোগের প্রতি উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকে।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
"সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার পাশের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।" (আবু ইয়ালা বর্ণিত)

বর্তমানের ক্রমবর্ধমান কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক মানুষ জীবনযাত্রার ব্যয়, কাজের চাপ এবং আর্থিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সংগ্রাম করছেন। তাই একটি শক্তিশালী সমাজ আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না; বরং একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

আমাদের সাহায্য সবসময় বড় বা উল্লেখযোগ্য কিছু হতে হবে এমন নয়। এটি হতে পারে কারও খোঁজ নেওয়া, ক্লান্ত পরিবারের সদস্যকে সাহায্য করা, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ভাগাভাগি করা, একটি হাসি উপহার দেওয়া, কিংবা সুন্দর ও সদয় কথা বলা। এমনকি ছোট ছোট সৎকর্মও, যখন আন্তরিকতার সঙ্গে করা হয়, তখন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

<u>দ্বিতীয়ত: ইসলাম আমাদের ভারসাম্য শিক্ষা দেয়</u>

অন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিজেকে অবহেলা করবে◌ঃ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ইসরা-এর ২৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, যার অর্থ:
"তোমার হাতকে তোমার গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না), আবার তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না (অর্থাৎ অপচয়কারী হয়ো না), তাহলে তুমি নিন্দিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়বে।"

ইসলাম আমাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দেয়। যখন আমরা এই ভারসাম্য অর্জন করতে পারি, তখন আমরা যেমন নিজেদের কল্যাণ রক্ষা করতে সক্ষম হই, তেমনি আশপাশের মানুষের জন্যও

উপকারী হতে পারি। এর ফলে আমাদের জীবন আরও শান্তিময় হয়, পরিবার আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় এবং সমাজ পারস্পরিক ঐক্যে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

ঈদুল আজহা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সবচেয়ে বড় ত্যাগ কখনও কখনও নিজের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ত্যাগ করার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই আমাদের দ্বীনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, আসুন আমরা নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলি যেন আমরা অন্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারি এবং নিজেদের কল্যাণের পাশাপাশি আশপাশের মানুষের কল্যাণের প্রতিও ভারসাম্যপূর্ণ যত্ন নিতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এমন মানুষ হিসেবে কবুল করুন, যারা সর্বদা রহমত ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়, পারস্পরিক উপকারকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দয়া ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সমাজ গড়ে তোলে। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قَال في كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالحَرْبَ وَالاعْتِداء. اللَّهُمَّ إِنّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنا وَأَهْلَنا وَبِلادَنا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِين،وَكَيْدِ الْمُعْتَدِين، وَظُلْمِ الظّالِمِين. اللَّهُمَّ إِنّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ يا مُنْزِلَ الْكِتابِ، وَيا مُجْرِيَ السَّحابِ، وَيا هازِمَ الْأَحْزابِ، اهْزِمِ الْأَحْزابَ، وَانْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.